দৈনিক বাংলা
৭৪
20 JAN 1996
পৃঃ ৫ কলাম ৩

ছাত্রদের ব্যাখ্যা করতে হবে—কেন তারা অভিন্ন প্রশ্নপত্র চান না

দেশের ৫ শিক্ষাবোর্ডের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ১৯৯৬ সাল থেকে অভিন্ন প্রশ্নপত্র হবে এইচএসসি পরীক্ষায়। এক শ্রেণীর ছাত্র এ সিদ্ধান্ত মানছেন না। তারা কলেজ ছেড়ে রাজপথে নামছেন। সমাবেশ করছেন। মিছিল করে গাড়ি ভাংচুর করছেন। কোন কোন এলাকায় টেস্ট পরীক্ষা দেননি।

তারা বলছেন, এ সিদ্ধান্ত মানি না। আমরা যারা লেখালেখি করি—আমাদের প্রশ্ন, আপনারা এ সিদ্ধান্ত কেন মানবেন না? এ সিদ্ধান্তে অসুবিধা কোথায়? এ প্রশ্নের কেউ জবাব দিচ্ছেন না। অভিন্ন প্রশ্নপত্র হলে ছাত্রদের কি অসুবিধা হতে পারে সে প্রশ্নের জবাব না পেলে আমরা বুঝব কি করে যে আপনাদের অসুবিধা কোথায়। অসুবিধা না জানা গেলে এ সমস্যার সমাধান হবে কি করে? মিছিল, সমাবেশ আর গাড়ি ভাংচুর করে ত আর সমাধান মিলবে না। নিজেদের বুঝতে হবে। অন্যকে বুঝাতে হবে। নইলে ইচ্ছে থাকলেও [illegible] যাবে না। যা জানি না, বুঝি না, [illegible] কি করে।

ছাত্ররা আমাদের কিছু না বলুন বা না বুঝান তাতে কিন্তু সময় অপেক্ষা করবে না। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাদের বক্তব্য বলেছেন। তারা বলেছেন (১) দেশের ৫ শিক্ষা বোর্ডে একই পুস্তক এবং একই পাঠক্রম—তাই একই প্রশ্ন হতে আপত্তি কোথায়? (২) একই প্রশ্নপত্র হলে একইভাবে সকল ছাত্রের মেধা যাচাই হবে। (৩) অভিন্ন প্রশ্নপত্র হওয়ায় অভিযোগ উথাপন করে বলা যাবে না যে অমুক বোর্ডের প্রশ্নপত্র সহজ হওয়ায় তারা পরীক্ষায় ভাল করেছে বা বেশী সংখ্যায় পাস করেছে। (৪) বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তীকালে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির মাপকাঠি হলে অভিন্ন প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের পক্ষেই যাবে। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে সকলেই একই অবস্থানে থেকে প্রতিযোগিতা করতে পারবে। বিশেষ বোর্ডের বিশেষ ফলাফলের সুবাদে কোন ছাত্র বাড়তি সুযোগ পাবেন না। (৫) এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও সকল বোর্ডকেই একইভাবে প্রভাবিত করবে। পূর্বে দেখা গিয়েছে, কোন একটি বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে সেই বোর্ডে নতুন পরীক্ষা হয়েছে। নতুন প্রশ্নপত্র হয়েছে। এই নতুন পরীক্ষা এবং প্রশ্নপত্র নিয়েও অভি-যোগ উঠেছে সুযোগ-সুবিধা দেবার। অভিন্ন প্রশ্নপত্র হলে সে অভিযোগও উঠবে না।

তা'হলে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অসুবিধা কোথায়? কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে—প্রতিটি বোর্ডেরই প্রশ্নপত্র প্রণয়নের একটি নির্দিষ্ট ধরন আছে। সেই পুরান ধরনের প্রশ্নপত্র হঠাৎ বাদ দিয়ে নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র হলে পরীক্ষার্থীরা বিপদে পড়বে।

এ বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সাথে যারা জড়িত তারা এ ব্যাপারে অবহিত। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রশ্নপত্র প্রণেতা, প্রশ্নপত্র পরিশোধনকারী এবং উত্তরপত্র নিরীক্ষকদের নিয়ে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন। এছাড়া ৫ বোর্ডের কর্মকর্তারা তাদের প্রশ্নপত্রের ধরন জানেন। তাই তারা সকলে মিলে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করলে অসুবিধা দেখা দেবে কেন।

একটি মহল থেকে গুজব ছড়ান হয়েছে যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে গতবারের পুরান প্রশ্ন আবার সন্নিবেশিত হবে। [সাধারণত পরীক্ষার প্রস্তুতিকালে পরীক্ষার্থীরা পূর্বের বছরে আসা প্রশ্নগুলি বাদ দিয়ে পড়ে]। প্রশ্নপত্র অভিন্ন হবে বলে নাকি এ ঘটনা ঘটবে। এবং আরো বলা হয়েছে যে এবার পাঠক্রমের বাইরে প্রশ্ন করা হবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ দুটি বক্তব্যেরই প্রতিবাদ করেছেন। তারা জানিয়েছেন, পাঠক্রমের বাইরে প্রশ্ন করার কোন সুযোগই নেই। আর প্রশ্নপত্র প্রণয়নে পূর্বের ধারা অনুসরণ করা হবে। এ ব্যাপারেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যের পর এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ভয় বা শংকার কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। আমাদের মনে শুধু একটি প্রশ্নেরই উদয় হচ্ছে—আমাদের জানতে ইচ্ছা করে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা এভাবে রাজপথে নামলেন কেন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ কথাগুলি প্রথম থেকেই বলেছেন। অভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিতভাবে সব কিছুই জানান হয়েছে। তার পরেও এ ধরনের মিছিল এবং ভাংচুর আমাদের কাছে আদৌ স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। সম্প্রতিকালে বার বার আমাদের এধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে অভিজ্ঞতা আমাদের মনে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

বেশ কয়েক বছর আগে এক শ্রেণীর এসএসসি পরী-ক্ষার্থী এভাবে রাজপথে মিছিল করে ভাংচুর করেছিলেন। তাদের দাবী ছিল—৫০০ প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল করা চলবে না। অর্থাৎ ঐ ৫০০ প্রশ্নের মধ্য থেকেই ঘুরেফিরে তাদের জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। তাদের দাবী ছিল নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের প্রতিটি পত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে পাস করার শর্ত দেয়া চলবে না। দুই পত্রের নম্বর গড় করে তাদের পাস করিয়ে দিতে হবে। আন্দো-লন করে তারা এ পদ্ধতি কিছু দিন বহাল রেখেছিলেন।

তার ফলাফল তারা হাতে হাতেই পেয়েছেন। যারা এসএসসিতে স্টার পেয়েছিলেন বা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হতে পারেননি। কারণ এইচএসসিতে প্রশ্ন ব্যাংক ছিল না। ছিল না টীক মার্কের সুযোগ।

এই ছাত্রছাত্রীদেরই এক অংশকে কিছু দিন পূর্বে ভর্তি পরীক্ষা বহাল রাখার দাবীতে মিছিল করতে দেখেছি। তারা পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি হতে চান না। তারা চান ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে। তাদের মতে এসএসসি বা এইচএসসিতে নাকি মেধার বিচার হয় না। তাই তারা ভর্তি পরীক্ষা চান এবং আন্দোলন করে তারা কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা বহাল রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

সেই একই ধরনের আন্দোলন দেখছি এবার অভিন্ন প্রশ্নপত্র নিয়ে। একই ধরনের মিছিল, একই ধরনের সমাবেশ এবং একই ধরনের ভাংচুর। আমাদের জানতে ইচ্ছা করে এ ধরনের ঘটনা ঘটে কি করে? এমন কি ঘটেছে যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রতিবাদে রাজপথে নেমে ভাংচুর করতে হবে।

এ ব্যাপারে একটি মহল দীর্ঘদিন থেকে সরব। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এ ধরনের ঘটনার জন্য ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা এক ধরনের কোচিং সেন্টার দায়ী। কারণ প্রশ্ন ব্যাংক থাকলে পাস করাতে সুবিধা হয়। সকল পত্রে পাস করার শর্ত না থাকলে একই সুবিধা পাওয়া যায়। ভর্তি পরীক্ষা থাকলে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করাবার নামে কোচিং সেন্টার খোলা যায়। সকল বোর্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে থাকলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে কোচিং করা যায়। দেশের সকল শহরে কোচিং সেন্টার খোলা যায়। অভিন্ন প্রশ্নপত্র থাকলে বাড়তি কামাই করার অসুবিধা সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোচিং-এর সুবিধা থাকে না।

অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সম্প্রতিকালে ছাত্রদের মাঠে নামায় এ ধরনের একটি সন্দেহ কি একেবারে অমূলক? পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রজীবনে আমরা আন্দোলন কম করিনি। কিন্তু একই সাথে সারা দেশে এমন আন্দোলন করতে পারিনি। এতে টাকা লাগে। সংগঠন লাগে। প্রয়োজন হয় পিছনে শক্তিশালী খুঁটির। আজকের শিক্ষাঙ্গনে কারা এই খুঁটির ভূমিকা পালন করছেন তা জানা প্রয়োজন।

তাই ছাত্র বন্ধুদের বলব—আপনাদের অসুবিধা হলে নিশ্চয়ই আমরা সহানুভূতি নিয়ে লিখব। কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন অভিন্ন প্রশ্নপত্রে আপনাদের অসুবিধা কোথায়। একই পুস্তক পড়লেন। একই পাঠ-ক্রমে পরীক্ষা হবে। এরপর একই প্রশ্নপত্র হওয়াইত আপনাদের দাবী হওয়া উচিত। অথচ আপনারা ভিন্ন কথা বলছেন। কোন যুক্তিতে বলছেন, আর এজন্য কেন মাঠে নামছেন—এ কথাগুলি আমাদের বুঝাতে পারলে নিশ্চয়ই আপনাদের পক্ষে লিখব। প্রাথমিকভাবে এ ব্যাপারে বুঝাবার প্রাথমিক দায়িত্ব আপনাদের।

আর প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলতে চাই, যারা রাজপথে নেমে টেস্ট পরীক্ষা বর্জন করেছেন তারা টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করুন। কারণ আজ পর্যন্ত আপনাদের বক্তব্য কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি বা এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আপাতত কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না।

— নির্মল সেন